OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 54 - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মহাভারতের মান্ধাতা উপাখ্যান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ‘স্তন’ ছোটগল্পে নারীদেহ ও মাতৃত্ব : ওর্টনারের ‘প্রকৃতি-সংস্কৃতি’ ধারণার আলোকে একটি তুলনামূলক পাঠ

আব্দুর রহমান জিদান
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ
Email ID: abdur.rahman@ulab.edu.bd

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Mahābhārata, Mandhātā, Syed Waliullah, Sherry B. Ortner, nature–culture, motherhood, female body, breastfeeding, comparative literature.

Abstract
This article offers a comparative reading of the Mandhātā episode in the Mahābhārata and Syed Waliullah's short story 'Stan' ('The Breast') through the concept of Sherry B. Ortner's 'nature–culture' paradigm. It examines how the female body, motherhood, childbirth, and breastfeeding are culturally constructed and represented across two distinct literary and historical contexts. Employing a qualitative, interpretive methodology based on close textual analysis, the study argues that although the Mandhātā episode presents the extraordinary motif of male pregnancy, it ultimately reaffirms the indispensability of the female body in nurturing and sustaining human life through breastfeeding. In contrast, 'Stan' depicts motherhood as a complex socio-cultural and psychological experience shaped by poverty, class inequality, grief, and gendered expectations. Drawing on Ortner's argument that women are symbolically associated with nature through their reproductive and maternal roles while simultaneously serving as agents of cultural reproduction, the article demonstrates that motherhood extends beyond biological function to become a site of social regulation, symbolic meaning, and power. The comparative analysis further reveals a remarkable continuity in the cultural meanings attached to the female body and motherhood, suggesting that despite the historical distance between ancient myth and modern fiction, patriarchal constructions of maternal identity and the female body remain deeply embedded in cultural consciousness.

Discussion

ভূমিকা : পৌরাণিক আখ্যান ও আধুনিক কথাসাহিত্যে নারীদেহ এবং মাতৃত্বের প্রশ্ন এক গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে। আনুমানিক আড়াই হাজার বছর পূর্বে লভ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত ভারতীয় মহাকাব্য *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যানে পুরুষদেহে সন্তানধারণ ও প্রসবের ঘটনা প্রচলিত মাতৃত্ব-ধারণার ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করে নারীদেহের শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা। অন্যদিকে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) ‘স্তন’ ছোটগল্পে নারীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সন্তানহানি, মানসিক যন্ত্রণা, সামাজিক প্রত্যাশার চাপ, স্তন্যপান করানোর অক্ষমতার কারণে স্বেচ্ছাকৃত শারীরিক আঘাত প্রভৃতিও এক জটিল শরীরী ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের রূপ নেয়। শেরি বি. ওর্টনার (১৯৪১) তাঁর 'Is Female to Male as Nature Is to Culture?' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর শরীর, মাতৃত্ব এবং প্রজননক্ষমতাকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে, অপরদিকে পুরুষকে সংস্কৃতি ও ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে নির্মাণ করে। ওর্টনারের এই 'প্রকৃতি–সংস্কৃতি' ধারণার আলোকে উল্লিখিত দুইটি পাঠ্যকে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, নারীদেহ ও মাতৃত্ব কেবল জৈবিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, বরং তা কাজ করে সামাজিক অধস্তনতা, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার জটিল ভাষ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে এই দুইটি পাঠ্য দেখায় যে, মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে নারীদেহ সম্পর্কিত যে ধারণাসমূহ প্রাচীন সমাজে নির্মিত হয়েছিল, তার প্রতিফলন আধুনিক সামাজিক বাস্তবতাতেও বিদ্যমান।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : এই গবেষণার লক্ষ্য হল *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'স্তন' ছোটগল্পে নারীদেহ, মাতৃত্ব ও স্তন্যদানের সাংস্কৃতিক নির্মাণকে শেরি বি. ওর্টনারের 'প্রকৃতি–সংস্কৃতি' ধারণার আলোকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা। পাঠ্যদ্বয়ে নারীদেহ ও মাতৃত্ব কীভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী অর্থে উপস্থাপিত হয়েছে তার অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া, প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান আর আধুনিক কথাসাহিত্যের ভিন্ন প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও মাতৃত্ব ও নারীদেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার সম্পর্ক উন্মোচন করাও এই গবেষণা-প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণাটি মূলত গুণগত (qualitative) ও ব্যাখ্যামূলক (interpretive) পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যান এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প 'স্তন' —এই দুইটি পাঠ্যকে তুলনামূলক বিশ্লেষণের আওতায় এনে নারীদেহ, মাতৃত্ব, স্তন্যদান এবং দেহ-রাজনীতির প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণার প্রাথমিক উপাদান (Primary Source) হিসেবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনূদিত *মহাভারতম্* গ্রন্থের বনপর্বে বর্ণিত মান্ধাতা উপাখ্যান এবং হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *গল্পসমগ্র* গ্রন্থের 'স্তন' ছোটগল্পটি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত শেরি বি. ওর্টনারের 'Is Female to Male as Nature Is to Culture?' প্রবন্ধে উপস্থাপিত 'প্রকৃতি–সংস্কৃতিত' ধারণাকে গ্রহণ করে পাঠ্যদ্বয়ের বিষয়বস্তু, প্রতীক, চরিত্রের মনোদৈহিক অবস্থা, মাতৃত্বের সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং নারীদেহের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নারীদেহ, মাতৃত্ব এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সহায়ক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ফরাসি নারীবাদী তাত্ত্বিক সিমোন দ্যা বোভোয়ারের (Simone de Beauvoir) ভাবনাও।

এই গবেষণায় নিবিড় পাঠ বিশ্লেষণের (close reading) মাধ্যমে মাতৃত্ব, স্তন্যদান, সন্তানজন্ম এবং নারীদেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোর ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত পৌরাণিক আখ্যান ও আধুনিক কথাসাহিত্যের ভিন্ন সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও নারীদেহ ও মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক মানসিকতা গড়ে ওঠে, তার আন্তঃসম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা অনুসন্ধানই এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

তাত্ত্বিক কাঠামো : আমেরিকার নৃতাত্ত্বিক শেরি বি. ওর্টনারের (Sherry B. Ortner) আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক নির্মাণের সেই প্রক্রিয়া, যেখানে নারী ও পুরুষকে প্রতীকীভাবে যথাক্রমে প্রকৃতি (nature) এবং সংস্কৃতির (culture) সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়। শেরি বি. ওর্টনার তাঁর প্রবন্ধে সমাজে নারী ও পুরুষের প্রবণতাসমূহকে যথাক্রমে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাছাড়া কীভাবে শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো সমাজে পুরুষের নিকট তাকে অবদমিত করে তাও উক্ত প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়। তিনি নারীর শারীরতাত্ত্বিক তিনটি বিষয়কে তাঁর প্রবন্ধটিতে চিহ্নিত করেন। প্রথমত, নারীর শরীর ও এর কার্যকলাপ প্রজাতির বংশরক্ষার সাথেই বিজড়িত, যা নারীকে প্রকৃতির কাছাকাছি বলে পরিগণিত করে। এক্ষেত্রে ওর্টনার শারীরতাত্ত্বিক ভাবে পুরুষকে এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত মনে করেন। ফলে পুরুষ সেখানে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়ত, নারীর শরীর ও এর কার্যকলাপ তাকে সামাজিক নিয়মকানুনের আওতায় এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পুরুষের চেয়ে অধস্তন হিসেবে বিবেচনা করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তৃতীয়ত, নারীদের ক্ষেত্রে প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতি নারীর শরীর ও এর কার্যকলাপের কারণে তার উপর আরোপিত হয়, যা তাকে দেয় এক ভিন্ন মানসিক কাঠামো। আর তা নারীর শরীরী প্রকৃতি ও তার সামাজিক ভূমিকার কারণে প্রকৃতির আরো নিকটবর্তী হয়ে ওঠে।

ওর্টনার মনে করেন, শিশু জন্মদান, ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে নারী একদিকে জৈবিক পুনরুৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, অন্যদিকে সেই অচেতন ও প্রাকৃতিক মানবসত্তাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তায় রূপান্তর করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশুপ্রকৃতির এক অচেতন নবজাতক শিশুকে সামাজিক আচরণ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত করার মাধ্যমে নারী তাকে সমাজোপযোগী মানুষে পরিণত করে। আর এই কারণেই নারীকে প্রাথমিক সামাজিকীকরণের প্রধান এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে তিনি গার্হস্থ্য ব্যবস্থারও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ওর্টনার বলেন, -

> "she in fact is the primary agent of their early socialization. It is she who transforms newborn infants from mere organisms into cultured humans, teaching them manners and the proper ways to behave in order to become full-fledged members of the culture. On the basis of her socializing functions alone, she could not be more a representative of culture."[১]

তবে এই ভূমিকা নারীর কার্যপরিসরকে মূলত গৃহস্থালি ও পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, যা তাকে সামাজিকভাবে অধিক নিয়ন্ত্রিত, অধস্তন এবং প্রান্তিক অবস্থানে স্থাপন করে। যদিও নারী একটি শিশুকে প্রকৃতি থেকে সমাজোপযোগী তথা সংস্কৃতিতে উত্তরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, কিন্তু এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ছেলেশিশুর সামাজিকীকরণের দায়িত্ব পুরুষের হাতে স্থানান্তরিত হয়। তখন ধারণা করা হয় যে সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্ণ সদস্যে পরিণত হওয়ার জন্য পুরুষের তত্ত্বাবধান অপরিহার্য। এর ফলে সংস্কৃতির উচ্চতর ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্তর পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। আর একই ধরনের প্রবণতা গার্হস্থ্য শ্রমের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ সমাজে রান্না নারীর দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হলেও, উচ্চমানের বা প্রাতিষ্ঠানিক রন্ধনশিল্পের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতিতে রূপান্তরের প্রাথমিক ও দৈনন্দিন কাজ নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলেও, সেই কাজের উচ্চতর সাংস্কৃতিক রূপ পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর এক্ষেত্রে ওর্টনার নারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি হিসেবে না দেখে, বরং তাকে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যবর্তী অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করেন। আর এর কারণ, নারী প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতির দিকে রূপান্তরকারীর ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, এখানে ওর্টনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করেন— সংস্কৃতির সঙ্গে নারীর সক্রিয় সম্পৃক্ততা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে, যেখানে নারী নিজেও বিদ্যমান মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে শুরু করে। ওর্টনার বলেন, -

> "Insofar as woman is universally the primary agent of early socialization and is seen as virtually the embodiment of the functions of the domestic group, she will tend to come under the heavier restrictions and circumscriptions surrounding that unit. Her (culturally defined) intermediate position between nature and culture, here having the significance of her mediation (i.e. performing conversion functions) between nature and culture, would thus account not only for her lower status but for the greater restrictions placed upon her activities."[২]

আর নারীর অবমূল্যায়নের সর্বজনীন মান্যতা প্রসঙ্গে ওর্টনার উল্লেখ করেন, -

> "Indeed, the fact of woman's full human consciousness, her full involvement in and commitment to culture's project of transcendence over nature, may ironically explain another of the great puzzles of 'the woman problem' woman's nearly universal unquestioning acceptance of her own devaluation' ".[৩]

অর্থাৎ, নারীর পূর্ণ মানবিক চেতনা এবং প্রকৃতিকে অতিক্রম করার বিষয়টি সংস্কৃতির প্রকল্প, যেখানে তার পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ 'নারী-প্রশ্ন'-এর অন্যতম মৌলিক বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে। আর সেই বৈপরীত্য হল— প্রায় সর্বত্রই নারী কোনো

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রশ্ন উত্থাপন না করে নিজেই তার অধস্তন-অবস্থানকে গ্রহণ করে নেয়। ফলে প্রকৃতির উপর সংস্কৃতির আধিপত্য তথা সামাজিকভাবে নির্মিত নারীর অবমূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিরই স্বাভাবিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

মান্ধাতার উপাখ্যান ও 'স্তন' ছোটগল্পে মাতৃদুগ্ধের প্রকৃতি : ভারতীয় মহাকাব্য *মহাভারত* ছাড়াও *ভাগবত পুরাণ* এবং বাল্মীকি *রামায়ণ*-এ মহারাজ মান্ধাতার জন্মকাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আখ্যান ভারতীয় পৌরাণিক উপাখ্যানের এক ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত, যেখানে মাতৃদেহের পরিবর্তে পিতৃদেহ সন্তানধারণের ভূমিকা পালন করে। *মহাভারতের* বনপর্বে দেখা যায়, সূর্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্ব পুত্রসন্তান লাভের আশায় ঋষিদের আশ্রমে তপস্যা করলে ঋষিগণ তাঁর জন্য একটি যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং যজ্ঞোত্তর মন্ত্রপূত জল রানির পান করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করে রাখেন। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সেই জল পান করেন। সেই সময় ঋষিরা বলেন যে, মন্ত্রপূত জল পান করার ফলে যুবনাশ্ব নিজেই গর্ভধারণ করবেন। ঋষিরা আরও জানান, তাঁরা রাজা যুবনাশ্বের জন্যে যজ্ঞ করবেন, যাতে তিনি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী এক পুত্রের জন্ম দেবেন, কিন্তু এসময় তাঁকে প্রচলিত গর্ভধারণজনিত কষ্ট ভোগ করতে হবে না। দীর্ঘকাল পর তাঁর দেহের বামপার্শ্ব বিদীর্ণ করে মান্ধাতার জন্ম হয়। তবে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ না করায় মান্ধাতার স্তন্যপান তথা উপযোগী শিশুখাদ্যের প্রশ্নে সংকটের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে *মহাভারতে* উল্লেখ আছে—

> "ততো দেবা মহেন্দ্রং তমপৃচ্ছন্ ধাস্যতীতি কিম্"—অর্থাৎ দেবতাগণ ইন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, শিশুটি কী পান করবে (১০৫৬)।[৪]

এই পরিস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্র শিশুটিকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি নিজের তর্জনী মান্ধাতার মুখে প্রদান করে বলেন, "মাম আয়ম ধাতা", অর্থাৎ, "আমাকে পান করো।"[৫] এই সময় অনলাইনে বলা হয়, উক্তিটির সূত্রধরেই শিশুটি পরবর্তীকালে 'মাম-ধাতা' বা 'মান্ধাতা' নামে পরিচিতি লাভ করে (গোস্বামী)। এখানে লক্ষণীয় যে, মাতৃস্তন্যকেই নবজাতকের স্বাভাবিক ও উপযোগী খাদ্য হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে; এমনকি দেবতাদের কাছেও তার বিকল্পের প্রশ্ন একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) গ্রন্থভুক্ত 'স্তন' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নারীর শরীরী ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে মাতৃত্ব ও স্তন্যদানের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। গল্পের শুরুতে দেখা যায়, ধনাঢ্য আবু তালেব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন সাহেব তাঁর নবজাতক নাতিকে নিয়ে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেরের বাড়িতে উপস্থিত হন। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে শিশুটির মায়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি চান কাদেরের স্ত্রী মাজেদা শিশুটিকে স্তন্যপান করাক। এদিকে মাজেদাও নিজের ষষ্ঠ সন্তানকে জন্মদানের কিছুক্ষণ পরেই হারায়। সামান্য বেতনের কেরানি মাজেদার স্বামী দরিদ্র কাদেরের পারিবারিক অবস্থা লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী অত্যন্ত করুণ, যা সন্তান ও গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যজনিত পরিবেশের অভাবই স্পষ্ট করে। একপর্যায়ে আবু তালেব তাঁর ইচ্ছাটির কথা জানালে সন্তান হারানো মাজেদা রাজি হয় সেই শিশুটিকে স্তন্যপান করাতে। এমনিতে মাতৃদুগ্ধের মধ্য দিয়ে মাজেদা তার সন্তান হারানোর তীব্র বেদনা অনুভব করে—

> "তার উন্নত স্ফীত স্তনে ঝরনার মতো আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা। সে-বেদনা জীবনেরই বেদনা; বুকে যা-জমেছে দৃষ্টির অন্তরালে তা স্নেহ-মমতার সুধা" (ওয়ালীউল্লাহ্ ১০৭)।[৬]

একসময় মাতৃস্তন্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আবু তালেব বলেন, -

> "ডাক্তার অবশ্য বোতলের দুধ দিতে বলে। ওসব আধুনিক পন্থায় আমার বিশ্বাস নেই। দুধের শিশু বুকের দুধ খাবে, প্রকৃতির রীতি তাই" (১০৬)।[৭]

এই ছোটগল্পেও ধনাঢ্য আবু তালেব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন সাহেবের কাছে শিশুর পুষ্টি ও প্রতিপালনের প্রশ্নে নারীদেহ জৈবিকভাবে অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে Sherry B. Ortner তাঁর "Is Female to Male as Nature is to Culture?" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, মাতৃদুগ্ধ ও স্তন্যদানকে সমাজে 'প্রাকৃতিক' মাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে কল্পনা করা হয়। ওর্টনার বলেন, -

> "Since the mother's body goes through its lactation processes in direct relation to a pregnancy with a particular child, the relationship of nursing between mother and child

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> is seen as a natural bond, other feeding arrangements being seen in most cases as unnatural and makeshift."[৮]

অর্থাৎ, নবজাতকের জন্য মাতৃদুগ্ধকে স্বাভাবিক ও জৈবিক খাদ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এর বিকল্প খাদ্যকে প্রায়শই 'অপ্রাকৃতিক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে মান্ধাতার উপাখ্যান ও 'স্তন' ছোটগল্পে মাতৃস্তন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থ-উৎপাদনেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

সন্তান উৎপাদন এবং যুবনাশ্ব ও মাজেদার মনোদৈহিক অবস্থা : *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যানে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে কেন্দ্র করে যে সংকটের সৃষ্টি হয়, তা গর্ভধারণ ও মাতৃত্বের মনস্তাত্ত্বিক দিককে বিশেষভাবে নির্দেশ করে। যুবনাশ্বের গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্মদানের বিষয়ে ঋষিগণের মধ্যে উৎকণ্ঠা ছিল। তাই যজ্ঞের মাধ্যমে যুবনাশ্ব প্রসব বেদনামুক্ত সন্তান জন্মদানের আশ্বাস পান। তাছাড়া, একই সঙ্গে মান্ধাতার জন্মের পর তার খাদ্যের প্রশ্নে দেবতাদের চিন্তিত হতে দেখা যায়, কেননা পুরুষ স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করতে পারে না। ফলে উপাখ্যানটি নারীদেহে উৎপন্ন মাতৃদুগ্ধকে শিশুর একমাত্র প্রাকৃতিক ও অপরিহার্য বা বিকল্পহীন খাদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আর এহেন পরিস্থিতি দ্বারা যুবনাশ্বের মনোজগতের প্রভাবিত হওয়াও কোনোমতে অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'স্তন' গল্পে মাতৃত্ব, স্তন্যদান এবং নারীদেহের প্রশ্ন আরও জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। এখানে শিশুকে স্তন্যপান করানোর বিনিময়ে আবু তালেব মাজেদার চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সম্পত্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। ফলে মাতৃত্ব ও স্তন্যদানের বিষয়টি কেবল মানবিক বা জৈবিক দায়িত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য এবং শ্রেণিগত সংকটও প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যপীড়িত মাজেদা ও তার পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই অর্থনৈতিক বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিশুকে স্তন্যদান করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাজেদার স্তনে দুধ সঞ্চারিত হয় না, যা তার মানসিক জগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলে মাতৃত্ব, শরীর ও শরীরের তথাকথিত অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তার মনে বিবিধ চিন্তার সৃষ্টি হয়। কখনো সে মনে করে, শিশুটি তার গর্ভজাত নয় বলেই হয়তো তার স্তনে দুধ আসছে না। ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেন, -

> "উন্মুক্ত স্তন এখন তার কাছে পাথরের মতো ভারি মনে হয়। এ-বিষয়ে তার মনে এখন কোনোই সন্দেহ নাই যে, স্ফীত স্তনে দুধ জমে গেছে বলেই কিছু নিঃসৃত হচ্ছে না। কিন্তু কেন তার স্তনের এই অবস্থা হয়েছে? এ কি সম্ভব যে, যে-দুধ তার সন্তানের জন্যেই এসেছিল, তার সন্তানটি আর নেই বলে সে-দুধ এমনভাবে জমে গেছে?"[৯]

তখন এই ব্যর্থতার অনুভূতি তাকে গভীর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। আর এই প্রসঙ্গে শেরি বি. অর্টনারের তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ওর্টনারের মতে, কেবল নারীর শরীরই নয়, তার মনস্তত্ত্বও আত্মস্বার্থরক্ষার চেয়ে প্রজাতির স্বার্থরক্ষাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে কার্যত গভীরভাবে 'প্রকৃতি' ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, -

> " 'woman's psyche', appropriately molded to mothering functions by her own socialization and tending toward greater personalism and less mediated modes of relating – all these factors make woman appear to be rooted more directly and deeply in nature. At the same time, however, her 'membership' and fully necessary participation in culture are recognized by culture and cannot be denied. Thus she is seen to occupy an intermediate position between culture and nature".[১০]

অর্থাৎ, মাতৃত্ব কেবল জৈবিক অভিজ্ঞতা নয়। এটি এমন এক মানসিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো, যা নারীকে সন্তানকেন্দ্রিক চিন্তা ও দায়বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ করে। ফলে যুবনাশ্ব ও মাজেদার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও সন্তানকে ঘিরে উদ্বেগ, দায়বোধ এবং শরীরের সক্ষমতা বা অক্ষমতার প্রশ্ন— উভয় ক্ষেত্রেই একটি অভিন্ন মাত্রা তৈরি করে।

আবার *মহাভারতের* মান্ধাতা-উপাখ্যানে দেখা যায়, সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মন্ত্রপূত জল মূলত রানির জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এর মধ্য দিয়ে প্রজনন ও বংশরক্ষার প্রক্রিয়ায় নারীদেহকেই প্রাথমিক ও স্বাভাবিক আধার হিসেবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কল্পনা করার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও উপাখ্যানটিতে ব্যতিক্রমীভাবে পুরুষদেহ সন্তানধারণের ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু ঋষিগণ যুবনাশ্বকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে নারীদের প্রচলিত প্রসববেদনার মতো শারীরিক যন্ত্রণা থাকবে না। আর তাই তাঁরা পুনরায় বিশেষ যজ্ঞ সম্পাদন করবেন। *মহাভারতে* বলা হয়, -

> "নিশ্চক্রাম মহাতেজা ন চ তং মৃত্যুরাবিশৎ। যুবনাশ্ব ঞনরপতিং তদদ্ভুতমিবাভৎ" (১০৫৫)।[১১]

বস্তুত এই দিকটি গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত শারীরিক কষ্টের প্রতিও ইঙ্গিত করে, যা জৈবিকভাবে নারীর শরীরের সঙ্গেই সম্পর্কিত হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। অন্যদিকে, 'স্তন' গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেও মাজেদার স্তনে দুধ সঞ্চারিত হয় না, বরং তার স্তন স্ফীত, কঠিন এবং তীব্র বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার দুধপূর্ণ স্তনের বোঁটায় কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা সরানোর মধ্য দিয়ে সে তার মাতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। আর এই ধারণা থেকেই সে চুলের কাঁটা দিয়ে নিজের দুই স্তনের বোঁটা বিদ্ধ করে। ফলত, অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে পড়ে। সেই সময় তার স্তনযুগল থেকে দুধের বদলে রক্ত বের হয়। গল্পটির শেষ দৃশ্যে দেখা যায় -

> "তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে-দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল" (ওয়ালীউল্লাহ্ ১০৯)।[১২]

এখানে মাতৃত্ব ও স্তন্যদানের সামাজিক প্রত্যাশা নারীর শরীরের উপর এমন এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, যা শেষপর্যন্ত আত্মনিগ্রহমূলক শারীরিক সহিংসতায় রূপ নেয়। এই প্রসঙ্গে Simone de Beauvoir-এর চিন্তার উল্লেখ করে Sherry B. Ortner তাঁর এই প্রবন্ধে দেখান যে, নারীর শরীরের বহু অঙ্গ ও তাদের কার্যাবলি প্রায়শই নারীর ব্যক্তিসত্তা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে প্রজাতির জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলত, তিনি মনে করেন, স্তনে দুধ আসার প্রক্রিয়াটি যন্ত্রণাদায়ক এবং কখনো তা সাথে করে জ্বর নিয়ে আসে। যেহেতু নবজাতক শিশুর জন্যে নারীর স্তন্যদুগ্ধ তার নিজের দৈহিক শক্তির বলেই উৎপন্ন হয়, সেহেতু নারীর দেহও নাজুক হয়ে পড়ে। বুভোয়ারের ভাষ্যমতে, -

> "The breasts are irrelevant to personal health; they may be excised at any time of a woman's life."[১৩]

এর ফলে নারীদেহ বহুক্ষেত্রে অস্বস্তি, ব্যথা-বেদনা এবং শারীরিক ঝুঁকির আধারে পরিণত হয়। বিশেষত স্তন্যদান, ঋতুচক্র ও সন্তানজন্মদানের মতো অভিজ্ঞতাগুলো নারীদেহের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়, যা সংস্কৃতির বিপরীতে সমাজে নারীকে প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে নির্মাণের প্রক্রিয়াকে আরো দৃঢ় করে তোলে। তাছাড়া, শেরি বি. ওর্টনার তাঁর প্রবন্ধে আরও উল্লেখ করেন, সন্তান জন্মদানের পর নারীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম ক্রমশ শিশুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে, যা তাকে অধিক গৃহমুখী ও পারিবারিক পরিসরনির্ভর করে তোলে। ওর্টনারের মতে, -

> "Her own activities are thus circumscribed by the limitations and low levels of her children's strengths and skills: she is confined to the domestic family group; 'woman's place is in the home."[১৪]

আবার তিনি নারীকে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যবর্তী এক 'mediating' বা মধ্যস্থতাকারী সত্তা হিসেবে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে নারী নবজাতককে কেবল জৈবিক সত্তা থেকে সাংস্কৃতিক মানুষে রূপান্তর করেন; তাদের শিষ্টাচার ও আচরণের সঠিক পদ্ধতি শেখান যাতে তারা পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক সদস্য হতে পারে। ওর্টনারের ভাষ্যে গৃহস্থালি ইউনিট এবং সেই গৃহস্থালির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নারীই এমন এক সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণ করে, যার মাধ্যমে নবজাতক শিশুর সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃতি সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া তিনি আরও মনে করেন, গৃহস্থালি পরিসরের সঙ্গে নারীর প্রাকৃতিক সম্পর্ক, যা তার জৈবিক স্তন্যদান ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত তাকে প্রকৃতির কাছাকাছি হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি করে। বিশেষত শিশুদের প্রাণিসদৃশ স্বভাব এবং বৃহত্তর সমাজের তুলনায় গৃহস্থালি জীবনের 'নিম্ন-সামাজিক' অবস্থানের কারণে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের গর্ভধারক-জন্মদাতা যুবনাশ্ব ও 'স্তন' গল্পে মাজেদার অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যানে যেমন যুবনাশ্বের কণ্ঠস্বর ও সন্তান জন্মদান পরবর্তী তাঁর কোনো অনুভূতি জানা যায় না,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তেমনি 'স্তন' ছোটগল্পেও মাজেদার স্বকণ্ঠে প্রত্যক্ষ সম্মতিসূচক কোনো বক্তব্যও শোনা যায় না। এখানে তাদের নীরব, অন্তর্মুখী এবং কোনো ক্ষেত্রে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানরত এক মাতৃদেহ হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। তাকে কখনো ঘরের বাইরে দেখা যায় না এবং শিশুকে কেন্দ্র করেই তার সমগ্র অস্তিত্ব আবর্তিত হতে থাকে। ফলে মাজেদার চরিত্রে মাতৃত্ব কেবল জৈবিক অভিজ্ঞতা নয়, তা নারীর গৃহবন্দিত্ব, সামাজিক নীরবতা এবং পারিবারিক ভূমিকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকেও উন্মোচন করে।

ফলাফল : *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যান এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'স্তন' গল্পের বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীদেহ, মাতৃত্ব, সন্তানের জন্মদান এবং স্তন্যদানের প্রশ্ন মানবসমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকেই একটি গভীর সাংস্কৃতিক ও মানসিক বাস্তবতার অংশ। ভিন্ন সময়, ভিন্ন সামাজিক কাঠামো এবং ভিন্ন বয়ানরীতির মধ্যেও মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে নারীদেহের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, তা উভয় পাঠ্যেই গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত সন্তান জন্মদান, শিশুর প্রতিপালন এবং মাতৃদুগ্ধের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নারীদেহকে সমাজে একদিকে অপরিহার্য, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থানে বিবেচনা করা হয়েছে।

মান্ধাতা উপাখ্যানে যুবনাশ্বের পুরুষদেহে সন্তানধারণ এবং সন্তান জন্মদানের ঘটনা প্রচলিত জৈবিক ধারণাকে উল্টে দিলেও, উপাখ্যানটি শেষ পর্যন্ত মাতৃত্ব ও মাতৃদুগ্ধের প্রশ্নে নারীদেহের অপরিহার্যতাকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে মান্ধাতার জন্মের পর শিশুর পুষ্টি ও বেঁচে থাকার সংকটকে কেন্দ্র করে দেবতা ও ঋষিদের চিন্তিত হয়ে উঠা এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে যে, মাতৃদুগ্ধই শিশুর জন্যে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রাকৃতিক খাদ্য। অর্থাৎ, সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকে সাময়িকভাবে পুরুষদেহে স্থানান্তরিত করা গেলেও মাতৃত্বের পূর্ণ সাংস্কৃতিক ও জৈবিক কাঠামো নারীদেহের বাইরে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে উপাখ্যানটি একদিকে পুরুষদেহের মাধ্যমে সন্তানজন্মের ব্যতিক্রমী সম্ভাবনা নির্মাণ করলেও, অন্যদিকে মাতৃত্বের সাংস্কৃতিক ধারণাকে পুনরায় নারীদেহের মধ্যেই স্বাভাবিক করে তোলে। অন্যদিকে 'স্তন' গল্পে মাতৃত্ব এবং স্তন্যদানকে ঘিরে নারীদেহের সংকট আরও বাস্তব ও সামাজিক মাত্রা লাভ করে। এখানে মাজেদার শরীর কেবল জৈবিক সত্তা নয়, এটি অবস্থান করে দারিদ্র্য, শ্রেণিগত অসাম্য, অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং সামাজিক প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে। শিশুকে স্তন্যদান করার বিনিময়ে অর্থ ও সম্পত্তির প্রতিশ্রুতি মাতৃত্বকে এক ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যেও নিয়ে আসে। ফলে মাতৃত্ব এখানে কেবল স্নেহ, মানবিকতা বা জৈবিক সক্ষমতার বিষয় হিসেবে না থেকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হয়। তাছাড়া, এই গল্পে মাজেদার স্তনে দুধ না আসার ঘটনাটি মাতৃত্বের মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে গভীরভাবে উন্মোচিত করে। মাতৃদুগ্ধের অনুপস্থিতিকে সে নিজের শরীরের ব্যর্থতা হিসেবে অনুভব করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তার আত্মপরিচয়ও শরীরের তথাকথিত অক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মাতৃত্ব সামাজিক ভূমিকার বাইরে নারীর আত্মসত্তা ও মানসিক জগতের কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হয়। শরীরের সক্ষমতা ও মাতৃত্বের সম্পর্ক এখানে এমনভাবে নির্মিত হয় যে, মাতৃদুগ্ধের অনুপস্থিতি তাকে একধরনের অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে চালিত করে। আর এই প্রসঙ্গে শেরি বি. ওর্টনারের তত্ত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে উল্লেখ করা যায়। ওর্টনার দেখান যে নারীর শরীর এবং তার প্রজনন-সম্পর্কিত ভূমিকা সমাজে তাকে প্রকৃতির অধিক নিকটবর্তী হিসেবে চিহ্নিত করে। একই সঙ্গে সন্তান প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ এবং মাতৃত্বের মানসিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে নারীকে এমন এক অবস্থানে স্থাপন করা হয়, যেখানে সে ব্যক্তিসত্তার চেয়ে প্রজাতি ও সামাজিক ধারাবাহিকতার স্বার্থের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নারীদেহ ও মাতৃত্ব নিয়ে যে ধারণাগুলি *মহাভারতের* সমাজে প্রচলিত ছিল, সেগুলির প্রতিধ্বনি আধুনিক সামাজিক বাস্তবতাতেও বিদ্যমান। *মহাভারতের* পৌরাণিক পরিসর এবং 'স্তন' ছোটগল্পের বাস্তববাদী সমাজ— দুই ক্ষেত্রেই মাতৃত্বকে নারীর মৌলিক ও স্বাভাবিক পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অতএব বলা যায়, *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যান এবং 'স্তন' ছোটগল্পে মাতৃত্ব কেবল জৈবিক বাস্তবতা নয়, এটি একটি গভীর সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক নির্মাণ। এখানে সন্তানজন্ম এবং স্তন্যদানকে কেন্দ্র করে নারীদেহকে মূল্যায়নের প্রবণতা উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত। এর ফলে সময় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হলেও মাতৃত্বকে ঘিরে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 54 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীদেহের সাংস্কৃতিক নির্মাণে এক ধরনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। তবে এই ধারাবাহিকতা কেবল নারীকে জীবনধারণের উৎস হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করে না, বরং তাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়বস্তুতেও পরিণত করে।

উপসংহার : *মহাভারতের* মান্ধাতা উপাখ্যান এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'স্তন' ছোটগল্প ভিন্ন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও উভয় পাঠ্যেই মাতৃত্ব, নারীদেহ এবং সন্তান জন্মের ধারণা গভীর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। মান্ধাতা উপাখ্যানে পুরুষদেহে সন্তানধারণের অলৌকিক ঘটনাও শেষ পর্যন্ত শিশু জন্মদান ও মাতৃদুগ্ধের ক্ষেত্রে নারীদেহের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করতে পারে না। অন্যদিকে, 'স্তন' ছোটগল্পে মাতৃত্ব আধুনিক সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট, দারিদ্র্য এবং শারীরিক ও মানসিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারীর অস্তিত্ববোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শেরি বি. ওর্টনারের প্রবন্ধের আলোকে এই দুইটি পাঠ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীকে একদিকে প্রকৃতি এবং পুরুষকে সংস্কৃতির নিকটবর্তী সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, সন্তান প্রতিপালন ও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়িত্বও তার উপরই বর্তায়। ফলে নারীদেহ ও মাতৃত্ব কেবল জৈবিক বাস্তবতার বিষয় নয়, বরং তা সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং ক্ষমতার সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত একটি জটিল ধারণার প্রকাশ। এই প্রবন্ধের আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, সময় ও সমাজের পরিবর্তন সত্ত্বেও মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে নারীদেহের যে সাংস্কৃতিক অর্থায়ন গড়ে উঠেছে, তার মৌলিক কাঠামোগত ধারাবাহিকতা সময়ান্তরেও বহুলাংশে অটুট রয়েছে।

Reference:

১. Ortner, Sherry B., (1974), 'Is Female to Male as Nature Is to Culture?', *Woman, Culture, and Society*, edited by Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, Stanford University Press, pp. 79–80
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৪. মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, (১৯৭৭), *মহাভারতম্*, বনপর্ব্ব ৮, অনুবাদ : শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, পৃ. ১০৫৬
৫. গোস্বামী, শ্রমণা, (২০২৫), "মান্ধাতার আমল শুনেছেন, জানেন বাবার গর্ভে জন্ম এই রাজার?", *এই সময়*, ১৪ জুন ২০২৫, Accessed 5 July 2026
৬. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, (২০১৭), *গল্পসমগ্র*, সম্পা. হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ১০৭
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৮. Ortner, Sherry B., (1974), "Is Female to Male as Nature Is to Culture?", *Woman, Culture, and Society*, edited by Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, Stanford University Press, p. ৭৭
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১১. মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, (১৯৭৭), *মহাভারতম্*, বনপর্ব্ব ৮, অনুবাদ : শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, পৃ. ১০৫৫
১২. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, (২০১৭), *গল্পসমগ্র*, সম্পা. হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ১০৯
১৩. Ortner, Sherry B., (1974), 'Is Female to Male as Nature Is to Culture?', *Woman, Culture, and Society*, edited by Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, Stanford University Press, p. ৭৪
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭